

23. The Two Worlds

২৩. দু'টি জগত

আইএমএক্স শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের (IMX Institute) পরিচালনা পর্ষদ অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের উন্নয়ন কর্মসূচি এবং কেস ও পার্ঠের উপকরণ তৈরির বিষয়ে বিশেষ আগ্রহী ছিল। পর্ষদ ১৯৯২-৯৩ সালেই একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা অনুমোদন করেছিল, কিন্তু বাস্তবে তার তেমন অগ্রগতি দেখা যা নি। ২০০০ সালে আইএমএক্স একটি পিএইচডি (Ph.D.) কর্মসূচি চালু করে। কিন্তু এটি আশানুরূপ ভাবে সফল হয়নি, যার ফলে ১৫ বছরে (২০১৫ সাল পর্যন্ত) মাত্র ৩৬ জন ডক্টরাল শিক্ষার্থী তাদের ডিগ্রিলাভ করেছিলেন। তবে, বিভিন্ন স্তরের অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য একটি সমন্বিত ও ধারাবাহিক চর্চার ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কার্যত কোনো কাজই আইএমএক্স-এ হয়নি। আইএমএক্স-এর অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের দ্রুতবর্ধমান দক্ষতা উন্নতির স্বার্থে দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য ভাতা চালু করা হয়েছিল। কিন্তু মাত্র কয়েকজন তরুণ অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ছাড়া আর কেউ এর সুযোগ নেননি। এবং তাঁরা কেবল আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতেই এই সুযোগ নিয়েছিলেন। প্রবীণ অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের পরিচালিত স্বাধীন গবেষণার হার ছিল অত্যন্ত নগণ্য; তাঁদের অধিকাংশই ডক্টরাল শিক্ষার্থীদের গবেষণাপত্রে - যা প্রকাশ করা বাধ্যতামূলক ছিল - নিজেদের নাম যোগ করেই সন্তুষ্ট থাকতেন। আইএমএক্স-এর পার্ঠ উপকরণ তৈরির ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য কোনো অগ্রগতি হয়নি। অথচ কেস তৈরির কর্মশালা ও কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের জন্য বেশ কয়েকজন অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের বিদেশে পাঠানো হয়েছিল। বই লেখার চল খুব কম ছিল কারণ এই কাজে কোনো রকম উৎসাহ দেওয়া হতো না।

১৯৯৯ সালে যোগ দেওয়া নতুন ডিরেক্টর যখন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনার এবং সম্মেলন আয়োজনে উৎসাহ জুগিয়েছিলেন, তখন তাঁর উত্তরসূরি ডঃ বিকাশ, যিনি ২০০৩ সালে আসেন এবং ১০ বছরেরও বেশি সময় তাঁর পদে ছিলেন, এই বিষয়টা খুবই অপছন্দ করতেন। তিনি মনে করতেন যে, এসব আয়োজন কেবল সময় ও অর্থের অপচয় মাত্র এবং আইএমএক্স-এর অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা সম্মেলনের নাম করে মূলত বিদেশ ঘোরার জন্য তাঁদের ভাতা নিতেন। অন্যান্য ব্যবস্থাপনা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের দক্ষতা উন্নয়নের (grooming) ক্ষেত্রে যদিও পরিচালনা পর্ষদ অত্যন্ত আগ্রহী ছিল এবং তাঁদের জন্য একটি উন্নয়ন কেন্দ্র গড়ে তুলতে চেয়েছিল, মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ে (MHRD) একের পর এক প্রস্তাবে অনুমোদন করে নি। এর মূল কারণ ছিল, প্রস্তাবগুলোতে সাধারণত পুনরাবৃত্ত (recurring expenses) ও অ-পুনরাবৃত্ত (non-recurring expenses) ব্যয়ের জন্য বিপুল পরিমাণ অনুদান চাওয়া হতো। এর একটা বড় অংশ ছিল অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের জন্য সম্মানী (honorarium) বাবদ বরাদ্দ, যা স্পন্সর করা প্রশিক্ষণ কর্মসূচির হারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল এবং পরামর্শদান (Consultancy service) পরিষেবা হিসাবে গণ্য করা হতো। আইএমএক্স-এর উন্মুক্ত এমডিপি (Management Development Programme - MDP) কর্মসূচিটি খুব একটা সাড়া না পাওয়ায় ধুঁকছিল; তবে এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিগুলো ছিল রাজস্ব ও উদ্বৃত্ত আয়ের একটি চমৎকার উৎস। পরিচালনা পর্ষদ এই বিষয়টি অত্যন্ত ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখত এবং স্পন্সর করা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে 'কর্পাস ফান্ড'-এর ক্রমাগত বৃদ্ধি দেখে, তারা খুব সন্তুষ্ট ছিল। সেইসঙ্গে এমবিএ কোর্সের ফি বৃদ্ধি (যা গত সাত বছরে চারগুণ বেড়েছিল) দেখেও আইএমএক্স-এর পরিচালনা পর্ষদ বেশ খুশিতে ছিল।

অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের জন্য উন্মুক্ত উন্নয়ন কর্মসূচির (Open FDP) ব্যর্থতার অন্যতম একটি কারণ ছিল এর ব্যয়ভার। আইএমএক্স-এর ডিরেক্টর এবং পরবর্তী সময়ের এমডিপি (MDP) চেয়ারম্যানগণ এমন উঁচু হারের ফি নির্ধারণের লক্ষ্য স্থির করেছিলেন, যা ছিল স্পন্সর করা এমডিপি ফি-এর সমতুল্য। আর এই ফি-এর হার ছিল উন্মুক্ত FDP-এর অংশগ্রহণকারীদের বহনক্ষমতার পাঁচ থেকে দশ গুণ বেশি। অথচ, উন্মুক্ত FDP-এর অংশগ্রহণকারীরা যে পরিমাণ ফি দিতে সক্ষম ছিলেন, তা দিয়েই কর্মসূচির যাবতীয় প্রত্যক্ষ খরচ (out-of-pocket costs) মিটিয়ে ফেলা সম্ভব ছিল। তাছাড়া আইএমএক্স-এর নিজেদের ক্যাম্পাসের সুযোগ-সুবিধাগুলোর একটা বড় অংশ অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে ছিল, যদিও সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচর্যার জন্য অনেক ব্যয় করতে হচ্ছিল। আইএমএক্স-এর ভবনের নির্মাণের খরচ যেহেতু আগেই মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয় (MHRD) দিয়েছিল, তাই এ ব্যবদ অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে কোনো অর্থ আদায়ের প্রয়োজন ছিল না। বস্তুত, আইএমএক্স-এর পক্ষে স্বল্প ব্যয়ে আট থেকে দশটি FDP পরিচালনা করা সম্ভব ছিল, কারণ এর খরচ অংশগ্রহণকারীদের আর্থিক সামর্থ্যের মধ্যেই ছিল।

অন্য একটি বড় সমস্যা ছিল অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের অনীহা। ন্যূনতম কাজের চাপ মিটিয়ে ফেলার পর, তাঁদের অনেকেই হয় কোনো আন্তর্জাতিক সম্মেলনে উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে গবেষণাপত্র রচনায় মন দিতে চাইতেন, নতুবা কোনো স্পনসর করা প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে ক্লাস নিয়ে মোটা অঙ্কের সাম্মানিক অর্জনে আগ্রহী হতেন।

বাকি অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা, বিশেষ ভাবে পূর্ণ অধ্যাপকেরা, যাঁদের সামনে অর্জন করার মতো (যেমন: পদোন্নতি) কিংবা হারানোর মতো আর কিছুই ছিল না, তাঁরা ন্যূনতম কাজ করার পর কেবল আড্ডা, রাজনৈতিক দলাদলি আর পারস্পরিক কলহেই বেজায় খুশীতে থাকতেন। প্রাতিষ্ঠানিক প্রশাসনের পদগুলোকে খুব একটা সম্মানের চোখে দেখা হতো না; কারণ এমন ধারণা প্রচলিত ছিল যে, এই পদগুলো কেবল তাঁদেরই ‘উপহার’ হিসাবে দেওয়া হয়, যাঁদের ডিরেক্টর পছন্দ করেন।

এই পরিস্থিতিতে, কিছু অদম্য আশাবাদী অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা, যাঁরা গতানুগতিক কাজের বাইরেও অন্য কিছু করার চেষ্টা করেছিলেন, তাঁদের নানাবিধ বাধা পেতে হয়েছিল। সম্মেলন, সেমিনার এবং উন্মুক্ত ‘ফ্যাকাল্টি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম’ (FDP)-এর মতো অধিক শ্রমসাধ্য ও গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমগুলো আয়োজনের বিষয়টি বেশিরভাগ অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের কাজের ভার বা ‘ওয়ার্কলোড’-এর মানদণ্ডেই কোনো স্থান পায়নি; এই উদ্যোগে আইএমএক্স-এর ডিরেক্টরের কাছ থেকে কোনো আর্থিক প্রণোদনা বা প্রশংসার প্রশ্নই ওঠে না। কেউ যদি দু’টি কর্মসূচির দায়িত্ব নিতে এগিয়ে আসতেন, তবে ডিরেক্টর তাঁকে একটির বেশি আয়োজনের অনুমতি দিতেন না। তিনি কখনোই উন্মুক্ত FDP-গুলোর উদ্বোধন করতেন না, এমনকি অংশগ্রহণকারীদের সাথে দেখাও করতেন না।

আইএমএক্স-এর ডিরেক্টরের এমন মনোভাব দেখে, MDP অফিসের কর্মীরাও কাজে নানাভাবে বাগড়া দিতে শুরু করল। যখন ডিরেক্টর সামগ্রিক অনুমোদন দেওয়ার পরেও তারা বারবার এমডিপি (MDP) চেয়ারম্যান বা ডিরেক্টরের কাছ থেকে নতুন করে অনুমোদনের দোহাই দিয়ে দেরি করাতো। এমনকি একজন সহকারী এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে একজন প্রবীণ অধ্যাপককে বলেই বসলেন যে, আইএমএক্স এখন আর পাঠ্যসামগ্রী (course material) সরবরাহ করে না। তাই সমন্বয়ক হিসেবে ওই অধ্যাপককে, যিনি নিজেঅনেক খেটে সেই পাঠ্যসামগ্রী বা ‘কেস মেটেরিয়াল’

প্রস্তুত করেছিলেন, সেগুলি ফটোকপি করার জন্য বিশেষ অনুমতির আবেদন করতে হবে, কারণ তা ছিল প্রায় ২০০ পৃষ্ঠার। অধ্যাপক এর কড়া জবাব দিয়ে বললেন যে, তিনি এ ধরনের কোনো অনুমতির জন্য আবেদন করবেন না, এবং অংশগ্রহণকারীদের জন্য যদি পাঠ্যসামগ্রী প্রস্তুত করে দেওয়া না হয়, তবে তিনি ওই কর্মসূচি থেকে নিজেকে সরিয়ে নেবেন। পাঠ্যসামগ্রী বা 'কেস মেটেরিয়াল' ছাড়া তাঁর পক্ষে কোনো ক্লাস নেওয়া সম্ভব নয়, অথচ ওই সামগ্রীগুলোই ছিল ক্লাসের আলোচনার মূল ভিত্তি। মাঝেমধ্যে সমন্বয়ক অধ্যাপককে তাঁর আমন্ত্রিত অতিথিদের যাতায়াতের ট্যাক্সি ভাড়া নিজের পকেট থেকে মেটাতে হতো, কিংবা তিনি অতিথিদেরই অনুরোধ করতেন ভাড়াটা নিজেরা দেওয়ার জন্য। বিল বা খরচের হিসাব মেটানোর সময়ও ওই 'প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট' নানাভাবে হয়রানি করত। একবার আইএমএক্স-এর পরিচালনা পর্ষদের (Board) একজন সদস্য একটি বক্তৃতা দেওয়ার জন্য এসেছিলেন এবং একটি কাগজের টুকরোতে লিখে ৬০০ টাকা ট্যাক্সি ভাড়া চাইলেন। তখন ওই সহকারী সমন্বয়ক অধ্যাপককে নির্দেশ দিলেন, ভাড়ার দাবিপত্রে অতিথির স্বাক্ষর নিয়ে আসতে হবে—যার অর্থ দাঁড়াল এই যে, ৬০০ টাকার স্বাক্ষরটি সংগ্রহ করার জন্য ওই অতিথিকে ট্যাক্সিতে করে পাঠিয়ে আনতে সমন্বয়ককেই নিজের পকেট থেকে সমপরিমাণ টাকা খরচ করতে হবে। শেষমেশ ঝামেলা মিটিয়ে ফেলার জন্য অধ্যাপক নিজেই সেই বিলের টাকা শোধ করে দিলেন।

ডঃ বিকাশ আইএমএক্স-এর ডিরেক্টরের পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর পরেও পরিস্থিতির খুব একটা উল্লভি হলো না। ২০১৪ সালের অক্টোবর মাসে অধ্যাপক অভিমন্যু (যিনি গত তিন বছর ধরে অবসর গ্রহণের পরেও প্রতি বছর বিনামূল্যে একটি 'ওপেন এফডিপি' বা উন্মুক্ত অনুশদ উন্নয়ন কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছিলেন, এবং তিনিই ছিলেন একমাত্র অধ্যাপক যিনি এমনটি করছিলেন) যখন 'ওপেন এফডিপি' আয়োজন করার অনুরোধ জানালেন, তখন ভারপ্রাপ্ত ডিরেক্টর (এসি), ডঃ নগেন্দ্র পরামর্শ দিলেন যে, যেহেতু অধ্যাপক অভিমন্যু এখন অবসরপ্রাপ্ত, তাই আইএমএক্স-এর নিয়মিত কোন অধ্যাপকেরই এই কর্মসূচিটি পরিচালনা করা উচিত। তবে এমন উপযুক্ত অধ্যাপক কোথা থেকে পাওয়া যাবে, তা ছিল একটি বিতর্কের বিষয়। আইএমএক্স-এর সাতজন নিয়মিত অধ্যাপকের মধ্যে এক বা একাধিক ব্যক্তি যদি এই দায়িত্ব পালনে আগ্রহী হতেন, তবে অবসর গ্রহণের পরেও অধ্যাপক অভিমন্যুকে এই কাজটি চালিয়ে যেতে হতো না। অধ্যাপক অভিমন্যু কোনোমতে একজন তরুণ সহকারী অধ্যাপক, ডঃ বীরেন্দ্রকে রাজি করালেন যাতে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে এই কর্মসূচিটির সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করেন।

ডঃ বীরেন্দ্র সেই অনুরোধ রাখলেন এবং প্রস্তাবটি অনুমোদনের জন্য ভারপ্রাপ্ত ডিরেক্টরের কাছে পেশ করা হলো। সেই ডিরেক্টর জানালেন যে, তিনি তাঁর নিজস্ব বিশেষ ক্ষমতা বা 'বিবেচনাবোধ' প্রয়োগ করতে ইচ্ছুক নন; বরং তিনি চান প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ম-পদ্ধতি অনুযায়ী কাজ করতে। তাই তিনি প্রস্তাবটি 'এমডিপি চেয়ারম্যান' (যিনি নিজেও একজন সহকারী অধ্যাপক ছিলেন) -এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। এমডিপি চেয়ারম্যান তখন সিদ্ধান্ত নিলেন যে, এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তিনি এমডিপি কমিটির সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবেন এবং 'এফডিপি'-এর জন্য একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করবেন।

তিন মাস পর, এমডিপি (MDP) চেয়ারম্যান জানান যে, এফডিপি (FDP)-এর নিবন্ধন ফি হিসেবে ১৫,০০০ টাকা ধার্য করা হবে। এই অঙ্কটি ১০,০০০ টাকার নির্ধারিত সীমার চেয়ে বেশি ছিল - যে সীমাটি একটি পেশাদার সংস্থার পরিচালনা পর্ষদ অনুমোদন করেছিলেন; আর এই পেশাদার সংস্থার তত্ত্বাবধানেই উক্ত কর্মসূচিটি হওয়ার কথা ছিল। এর আগে ডিরেক্টর সেই পেশাদার

সংস্থার প্রস্তাবিত অভিন্ন ও স্বল্প ফি-এর নিয়মটিই মেনে চলতেন। এফডিপি পরিচালনা করছে এমন অন্যান্য সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলোও একই ফি নেওয়ার বিষয়ে রাজি হয়েছিল। প্রতিষ্ঠানগুলো ছিল একে অপরের সমগোত্রীয়। এগুলির সবই মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের (MHRD) পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত হতো, এবং জাতীয় কর্তব্য ধরেই তারা স্বল্প ফি ধার্য করত। এর কারণ ছিল 'ওপেন এফডিপি' কর্মসূচিটি এমন একটি বিশেষ ক্ষেত্র ছিল যেটা পরিচালনা করার জন্য উপযুক্ত অধ্যাপক পাওয়া খুবই দুষ্কর ছিল। আইএমএক্স IMX ছিল সেই পেশাদার সংস্থাটির নিবন্ধিত কার্যালয় এবং তার নিবন্ধিত কার্যালয়টি নিজেদের ক্যাম্পাসে রাখার অনুমতি তার পরিচালনা পর্ষদই দিয়েছিল। এই পরিচালনা পর্ষদের দুজন সদস্য একইসাথে সেই পেশাদার সংস্থাটির পরিচালনা পর্ষদেরও সদস্য ছিলেন।

অনেক মাস চলে গেল। এরই মধ্যে, এসি বা একাডেমিক কাউন্সিল ডঃ বীরেন্দ্রকে জানায় যে যেহেতু এই কর্মসূচিটি দ্বিতীয় ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা, তাই সেই ক্যাম্পাসের এমডিপি চেয়ারম্যানের অনুমোদন নেওয়াও আবশ্যিক। অন্য ক্যাম্পাসের এমডিপি চেয়ারম্যান জানান যে, তিনি মূল ক্যাম্পাসের এমডিপি চেয়ারম্যানের সিদ্ধান্তই মেনে চলবেন। তবে তিনি একটি প্রস্তাব দেন যে, যদি অংশগ্রহণকারীদের শিক্ষার্থীদের ছাত্রাবাসে থাকার ব্যবস্থা করা যায়, তবে তিনি ফি-এর হার কমিয়ে আনার জন্য সুপারিশ করতে পারেন। কিন্তু এই প্রস্তাবটি শেষ পর্যন্ত পরিত্যক্ত হয়; কারণ সমন্বয়ক (Coordinator) বিষয়টি তুলে ধরেন যে বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান থেকে আগত অংশগ্রহণকারী অধ্যাপকগণ অনেকেই তাঁদের নিজেদের প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এমন উঁচু পদমর্যাদা ও পদে থাকতে পারেন, যা তাঁদের (সমন্বয়কদের) নিজস্ব পদমর্যাদার চেয়েও অনেক উঁচুতে। অতঃপর সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো যে নতুন একজন পূর্ণকালীন ডিরেক্টর কাজে যোগ দেওয়ার পর, তখন এই প্রস্তাবটি নিয়ে আবার বিবেচনা করা হবে।

অধ্যাপক অভিমন্যু ভাবছিলেন, যে বোর্ড অফ গভর্নরসের প্রবল আগ্রহ এবং অকুণ্ঠ সমর্থন থাকা সত্ত্বেও আইএমএক্স-এ অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের FDP পরিচালনায় কেন বারবার বাধা দেওয়া হচ্ছিল। যখন তাঁকে একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠানে (যা আইএমএক্স-এর চেয়ে ১২ বছরের ছোট ছিল) ডেপুটিশনে পাঠানো হয়েছিল, তখন তিনি অবকাঠামোগত নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন (যেমন, কোনো শ্রেণিকক্ষ ছিল না, এক্সিকিউটিভ হোস্টেল বা খাবার ঘর ইত্যাদি ছিল না)। তবুও, সেই প্রতিষ্ঠানটি প্রতি বছর ছয় থেকে আটটি FDP আয়োজন করতে পেরেছিল। বর্তমানে তারা প্রতি বছর এক ডজনেরও বেশি কর্মসূচি করছে। ২০০৪ সাল থেকে পরবর্তী দশ বছরে, তারা ১০০টিরও বেশি সম্ভাব্যাপী কর্মসূচির - যার মোট ব্যাপ্তিকাল ছিল ৬৫০ দিনেরও বেশি এবং যাতে ২,২০০-এরও বেশি অনুদান সদস্য অংশগ্রহণ করেছিলেন - সফল আয়োজন করেছে। অথচ এই একই সময়ে আইএমএক্স দশটি FDP-ও আয়োজন করতে পারেনি।

তিনি একটা ভাল কাজ করেছিলেন। তিনি FDP-এর জন্য একটি কাজ-চালানো গোছের অবকাঠামো গড়ে তুলেছিলেন; একজন অধ্যাপককে, যিনি FDP-এর ধারণায় গভীরভাবে আস্থা রাখতেন, FDP-এর চেয়ারম্যান নিযুক্ত করেছিলেন। এর জন্য তিনি FDP-এর দায়িত্বকে MDP-এর চেয়ারম্যানের দায়িত্ব থেকে আলাদা করেছিলেন। FDP করার জন্য তিনি একজন অধ্যাপকের বার্ষিক কাজের (Annual Workload) জন্য ০.৫ ক্রেডিট পয়েন্ট বরাদ্দ করেছিলেন। একজন অধ্যাপকের বছরে বিভিন্ন কাদের জন্য ন্যূনতম ছয় ক্রেডিট পয়েন্ট অর্জন করা নির্ধারিত ছিল। এছাড়া, তিনি যদি শহরে থাকতেন, তখন কোনো FDP-এর উদ্বোধন করা কিংবা সমাপনী ভাষণ দেওয়া তিনি কখনোই বাদ দিতেন না। ব্যবস্থাপনা শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি পরোক্ষ অবদান হিসেবে

FDP-এর গুরুত্বকে তিনি বিশেষভাবে তুলে ধরেছিলেন। এই ব্যাপারে প্রতিষ্ঠানে যোগদানের সময় অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের, কর্মীদের এবং বোর্ড সদস্যদের সামনে তিনি যে 'প্রেক্ষিত পরিকল্পনা' (Perspective Plan) উপস্থাপন করেছিলেন, তাতে এই বিষয়টি ছিল। একটি কর্মসূচিতে প্রশিক্ষিত চল্লিশজন অধ্যাপক-অধ্যাপিকা বছরের পর বছর ধরে ২,০০০ থেকে ৪,০০০ শিক্ষার্থীর উপকার করতে পারেন। তাঁর মনে হয়েছিল, আইএমএক্স-এ এই স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি ছিল না। তাঁর সর্বাত্মক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, গত ২০ বছর ধরে আইএমএক্স-এর একজন বরিস্থ অধ্যাপক হিসাবে এবং একাধিকবার 'ডিন' হিসেবে দায়িত্ব পালন করা সত্ত্বেও, তিনি এই FDP কার্যক্রমে কোনো গতি আনতে পারেননি।

“হয়তো যে ছাঁচে এই দু’টি প্রতিষ্ঠান বর্তমানে গঠিত হয়েছে, সেই ছাঁচটাই ভিন্ন,” তিনি ভাবলেন। ‘সম্ভবত আইএমএক্স-এর উচিত উন্নয়নমূলক কার্যক্রম, যেমন FDP-এর পরিবর্তে বাণিজ্যিক কার্যক্রমেই বেশি মনোনিবেশ করা।’ কীভাবে এই অচলাবস্থা ভাঙা যায়, তা আইএমএক্স-এর সপ্তম ডিরেক্টর এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদের কাছে এখনো এক অমীমাংসিত ধাঁধা হয়েই আছে।